Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ আষাঢ় ১৪৩২

DU in Media

02 july 2025

প্রথম আলো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এতে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। গতকাল সকাল পৌনে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি চত্বরসংলগ্ন স্মৃতি চিরন্তনের সামনে। ছবি : দীপু মালাকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন নানা আয়োজনে

১০৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলোর পতাকা উত্তোলন এবং কেক কাটার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। সকাল পৌনে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি চত্বরসংলগ্ন স্মৃতি চিরন্তনের সামনে থেকে শোভাযাত্রা বের হয়। এরপর সকাল ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) সামনে পায়রা চত্বরে জাতীয় পতাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলোর পতাকা উত্তোলন এবং কেক কাটার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

১৯২১ সালের ১ জুলাই ৩টি অনুষদ, ১২টি বিভাগ, ৬০ জন শিক্ষক ও ৮৪৭ শিক্ষার্থী নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো 'বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'।

সকালে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সংগীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা জাতীয় সংগীত ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। বিদেশি শিক্ষার্থীরাও একটি সংগীত পরিবেশনায় অংশ নেন।

বিকেলে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে (টিএসসি) এক আলোচনা সভা হয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, 'আজকের এই গৌরবময় দিনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক শতাব্দী ও চার বছরের এক দীপ্ত ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, এটি জাতির আত্মপরিচয়ের প্রতীক, সভ্যতা গঠনের শিকড় ও স্বাধীনতার জাগরণগাথা। আজ যে দিনটি আমরা উদ্‌যাপন করছি, তার প্রতিপাদ্য 'বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। এটি কেবল একটি স্লোগান নয়, এটি আমাদের বোধ, আমাদের নৈতিক দায় এবং আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি।'

অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মই হয়েছিল বৈষম্য দূরীকরণের তাগিদে। তাই আজকের এই প্রতিপাদ্য ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় যেমন যুক্তিযুক্ত, তেমনি বর্তমান সময়ের বিবেচনায় তা অত্যন্ত উপযোগী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল মাত্র ৬০ জন শিক্ষক ও ৮৭৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার এবং শিক্ষক আছেন প্রায় ২ হাজার। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ২০০টি প্রতিষ্ঠানে প্রায় দেড় লাখ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত।

আলোচনা সভায় অংশ নেন সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সায়মা হক বিদিশা, সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দীন আহম্মদ।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

The New Nation

Vice-Chancellor of Dhaka University Professor Dr Niaz Ahmed Khan leads a rally at VC Chatwar in the capital on Tuesday marking Dhaka University Day. ■ NN photo

'DU symbolises our national identity'

City Desk

Recalling the rich contribution of Dhaka University (DU) to "build the nation, University Grants Commission (UGC) Chairman Dr. SMA Faiz on Tuesday said that DU is not just an educational institution but a symbol of the nation's identity, the root of its civilisation and the epicentre of its struggle for independence.

He made the remarks while presenting the keynote paper at a discussion held at the Teacher-Student Centre (TSC) auditorium of the university, marking Dhaka University Day, reports UNB.

"The theme of today's celebration—'Building an Inclusive and Inequality-Free Society: Dhaka University's Commitment'—is not just a slogan. It reflects our consciousness, our moral responsibility and the promise that lies ahead of us," the UGC chairman said.

He said the DU itself was born out of the need to eliminate discrimination and its greatest achievement is its inclusive character where rich and poor, urban and rural, men and women, majority and minorities — all have received equal dignity.

জনকণ্ঠ

সমকাল

বর্ণিল আয়োজনে ঢাবির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

১০৫তম বছরে পদার্পণ

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জাসহ বর্ণিল আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হল, হোস্টেল ও প্রশাসনিক ভবন থেকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মচারীদের নিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়।

সকাল ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) সম্মুখের পায়রা চত্বরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলোর পতাকা উত্তোলন এবং কেক কাটা হয়। টিএসসি মিলনায়তনে 'বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শিরোনামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ। অনুষ্ঠানে একটি স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে উপাচার্য ভবন, কার্জন হল, কলা ভবন, টিএসসিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও সড়কে আলোকসজ্জা করা হয়।

সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, এটি জাতির আত্মপরিচয়ের প্রতীক, সভ্যতা গঠনের শিকড় ও স্বাধীনতার জাগরণ গাথা।

অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ অর্জন হচ্ছে এটির অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশিষ্ট্য। এখানে ধনী-গরিব, শহর-গ্রাম, নারী-পুরুষ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ-সংখ্যালঘু– সবাই পেয়েছেন সমান মর্যাদা। এখানে প্রতিটি কণ্ঠের রয়েছে মূল্য, প্রতিটি স্বপ্নের রয়েছে ছুঁয়ে দেখার অধিকার। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মই হয়েছিল বৈষম্য দূরীকরণের তাগিদে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয় মাত্র ৬০ জন শিক্ষক ও ৮৭৭ শিক্ষার্থী নিয়ে। আজ সেই প্রতিষ্ঠান পরিণত হয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার এবং শিক্ষক আছেন প্রায় দুই হাজার। এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে ২০০টি প্রতিষ্ঠান। এতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ। এটি আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।

উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথচলা কখনও শুধু একাডেমিক পরিসরে সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯৫২, ১৯৬৯, ১৯৭১ এবং ১৯৯০-এর প্রতিটি আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান ইতিহাসে গর্বের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান আমাদের সংগ্রামের নতুন অধ্যায়। দেশের মানুষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ভরসা রেখেছে বলেই প্রতিটি ক্রান্তিকালে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকে সাড়া দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে সংগীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত ও উদ্দীপনামূলক দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হয়। এ ছাড়া বিদেশি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সংগীত পরিবেশিত হয়।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

১০৫ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ১০৫ বছরে পদার্পণ করেছে। দিবসটি উপলক্ষে 'বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিপাদ্য নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে কর্তৃপক্ষ। সকাল সাড়ে ৯টায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা শোভাযাত্রা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে সমবেত হন। শোভাযাত্রাটি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। পরে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সামনে পায়রা চত্বরে জাতীয় পতাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলোর পতাকা উত্তোলন এবং কেক কাটার মাধ্যমে দিবসটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপাচার্য। টিএসসি মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের প্রতিপাদ্যভিত্তিক আলোচনায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস. এম. এ ফায়েজ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আমরা সবাইকে নিয়ে বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই।

The Daily Sun

Teachers and students of Dhaka University march in a rally on the campus on Tuesday to celebrate its 104th founding anniversary. -DAILY SUN PHOTO

যায়যায় দিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে র‍্যালি বের করা হয় -যায়দি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন

ঐতিহাসিক অধ্যায়গুলোকে মুখোমুখি করার অপচেষ্টা প্রতিহত করব: উপাচার্য

যায়যায় ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন এবং চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান- এই ঐতিহাসিক অধ্যায়গুলো একে অপরের পরিপূরক। এগুলোকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর যেকোনো অপচেষ্টা আমরা প্রতিহত করবো। এসব আন্দোলনই আমাদের অহংকার, আমাদের আত্মপরিচয়ের অংশ।

তিনি আরো বলেন, বড় রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়নেও আমরা দায়বদ্ধ। যারা গণঅভ্যুত্থানে রক্ত দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে, তারা আমাদের কাধে কিছু দায় ও দায়িত্ব রেখে গেছে। সেই দায়িত্ব হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পরিবেশ নিশ্চিত করা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশ্বাস ও সহযোগিতার বন্ধন অটুট রাখা।

মঙ্গলবার, ১ জুলাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে (টিএসসি) আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য এসব কথা বলেন। আলোচনা সভার শুরুতে দিবসটি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা'র মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

উপাচার্য আরো বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল মাত্র ৬০ জন শিক্ষক ও ৮৭৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে। আজ সেই প্রতিষ্ঠান পরিণত হয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার এবং শিক্ষক আছেন প্রায় দুই হাজার। এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে ২০০টি প্রতিষ্ঠান। যেখানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ। নিঃসন্দেহে এটি আমাদের জন্য একটি গর্বের বিষয়।

বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করেন, ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণগুলোতে সমাজের সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে ● পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সেই ধারাবাহিকতায় ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান সংগ্রামের নতুন অধ্যায়। দেশের মানুষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ভরসা রেখেছে বলেই প্রতিটি ক্রান্তিকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকে সাড়া দিয়েছে, রাস্তায় নেমেছে, আন্দোলন করেছে এবং অধিকার আদায় করে নিয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা ২০২৪-এর অভ্যুত্থানকে একাডেমিকভাবে মূল্যায়নের উদ্যোগ নিয়েছি। এরই অংশ হিসেবেআমাদের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ আমেরিকার কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটি সঙ্গে যৌথভাবে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করেছে।

শিক্ষার্থীরা থাকবে পড়ার টেবিলে, আর শিক্ষকরা উদারতা ও সহনশীলতা নিয়ে শ্রেণিকক্ষে যাবেন উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, তবেই আমরা একটি গণতান্ত্রিক, মানবিক ও সচেতন জাতি গঠনের পথে এগিয়ে যেতে পারবো।

সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, এটি জাতির আত্মপরিচয়ের প্রতীক, সভ্যতা গঠনের শিকড় ও স্বাধীনতার জাগরণ গাথা। আজ যে দিনটি আমরা উদযাপন করছি, তার প্রতিপাদ্য- 'বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। এটি কেবল একটি স্লোগান নয়, এটি আমাদের বোধ, আমাদের নৈতিক দায় এবং আমাদের সামনে দাড়িয়ে থাকা ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি।

আলোচনা সভায় আরও অংশ নেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদু। সঞ্চালনা করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দীন আহম্মদ।

এর আগে সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল, হোস্টেল ও প্রশাসনিক ভবন থেকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা শোভাযাত্রা নিয়ে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে সমবেত হন। সেখান থেকে সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে শোভাযাত্রা বের হয়। সকাল ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সামনে পায়রা চত্বরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হলসমূহের পতাকা উত্তোলন এবং কেক কাটা হয়। এসময় সঙ্গীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সঙ্গীত ও উদ্দীপনামূলক দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হয়।

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে উপাচার্য ভবন, কার্জন হল, কলাভবন ও ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও সড়কে আলোকসজ্জা করা হয়েছে।

The Business Standard

2 JULY 2024

Campuses across the country unite against 'irrational quotas'

JULY DIARY

TBS REPORT

Key demands raised by students included reforming the quota system by capping it at 10%, restricting the use of quota facilities multiple times in job examinations, and filling vacant posts based on merit

Although the court ruling invalidating the previous circular from 2018 on cancelling quotas for children of freedom fighters and others in government jobs actually came in early June, the student protests against the court ruling – which eventually toppled Sheikh Hasina – actually intensified starting from July 2024.

All campuses in Bangladesh rose up on 1 July with rallies and programmes, and that continued on 2 July as well. Nahid Islam, coordinator of the Students Against Discrimination, announced a rally in front of Dhaka University's central library at 2:30pm.

"We urge students of all colleges and universities across the country to observe the programme under the banner at the same time," he said. Students across Bangladeshi universities responded by staging rallies against the court's quota decision.

Students at Jahangirnagar University, in particular, blocked the Dhaka–Aricha highway, resulting in a massive traffic jam on both sides in and out of Dhaka. They had also blocked the road the previous day, replicating the same long tailbacks.

Students of Rajshahi University also staged a demonstration on 2 July, forming a human chain on the university's Paris Road.

At Dhaka University, students of Dhaka College also joined, and later jointly blocked the Shahbagh intersection. Following the blockade, the students marched towards the DU vice-chancellor's bungalow and ended the day's programme there.

Key demands raised by students included reforming the quota system by capping it at 10%, restricting the use of quota facilities multiple times in job examinations, and filling vacant posts based on merit if no qualified candidates are found within the quota, among others.

In 2018, in the face of massive student protests, the government had issued a circular abolishing all the 56% quotas, although jobseekers had only demanded reforms, not the abolition of the quota system introduced in 1972.

However, the High Court directed the government to restore 30% quotas for the children and grandchildren of freedom fighters in government jobs, instigating protests that would result in an uprising against Sheikh Hasina, ultimately leading to her fall.

"We are not speaking specifically against the freedom fighter quota. Rather, we are speaking out against all irrational quotas, including the special treatment given to descendants. It is important to remember that the freedom fighter quota and the spirit of the Liberation War are not the same thing," Nahid Islam said at the 2 July programme.

Hasnat Abdullah said the students will remain on the streets for "as long as our demands are not fulfilled".

> *We are not speaking specifically against the freedom fighter quota. Rather, we are speaking out against all irrational quotas, including the special treatment given to descendants. It is important to remember that the freedom fighter quota and the spirit of the Liberation War are not the same thing.*
>
> NAHID ISLAM

All campuses across Bangladesh held rallies and programmes on 2 July under the banner of Students Against Discrimination. PHOTO: MD BELAL HOSSEN

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

একাত্তর ও চব্বিশকে মুখোমুখি করার অপচেষ্টা রুখে দেব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে টিএসসিতে আলোচনা সভা

বললেন ঢাবি উপাচার্য

প্রবা প্রতিবেদক

ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান– এই ঐতিহাসিক অধ্যায়গুলো একে অপরের পরিপূরক। এগুলোকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর যেকোনো অপচেষ্টা আমরা প্রতিহত করব। এসব আন্দোলনই আমাদের অহংকার, আমাদের আত্মপরিচয়ের অংশ বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান।

তিনি গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তন (টিএসসি) আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। আলোচনা সভার শুরুতে দিবসটি উপলক্ষে প্রকাশিত 'স্মরণিকা'র মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, বড় রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়নেও আমরা দায়বদ্ধ। যারা গণঅভ্যুত্থানে রক্ত দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে তারা আমাদের কাঁধে কিছু দায় ও দায়িত্ব রেখে গেছেন। সেই দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পরিবেশ নিশ্চিত করা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশ্বাস ও সহযোগিতার বন্ধন অটুট রাখা।

এ সময় উপাচার্য আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল মাত্র ৬০ জন শিক্ষক ও ৮৭৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে। আজ সেই প্রতিষ্ঠান পরিণত হয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে। নিঃসন্দেহে, এটি আমাদের জন্য একটি গর্বের বিষয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথচলা কখনও শুধু একাডেমিক পরিসরে সীমাবদ্ধ ছিল না উল্লেখ করে অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণগুলোতে সমাজের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এই চলার পথ বহু শ্রম, ঘাম ও রক্তে রঞ্জিত এ কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে। ১৯৫২, ১৯৬৯, ১৯৭১ এবং ১৯৯০-এর প্রতিটি আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান ইতিহাসে গর্বের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। সেই ধারাবাহিকতায় ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান আমাদের সংগ্রামের নতুন অধ্যায়।

তিনি বলেন, আমরা ২০২৪-এর অভ্যুত্থানকে একাডেমিকভাবে মূল্যায়নের উদ্যোগ নিয়েছি। এরই অংশ হিসেবে আমাদের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ যুক্তরাষ্ট্রের কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটি সঙ্গে যৌথভাবে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতিহাসে কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে বিশেষত ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে তাদের শিক্ষার্থীদের ভূমিকা আমাদের প্রেরণা জোগায়। আমাদের ২৪-এর অভ্যুত্থানের সঙ্গে এই ঘটনাগুলোর একটা ঐতিহাসিক সাদৃশ্য রয়েছে।

সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ। তিনি বলেন, আজ যে দিনটি আমরা উদযাপন করছি, তার প্রতিপাদ্য– 'বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। এটি কেবল একটি স্লোগান নয়, এটি আমাদের বোধ, আমাদের নৈতিক দায় এবং আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি।

আলোচনা সভায় আরও অংশ নেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদু। সঞ্চালনা করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দীন আহম্মদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের হল, হোস্টেল ও প্রশাসনিক ভবন থেকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা শোভাযাত্রা নিয়ে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে সমবেত হন । প্রবা ফটো

দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণার পরিসর বাড়ানোর আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

বর্তমান প্রতিবেদক

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে গবেষণার পরিসর আরো সম্প্রসারণ এবং গবেষণালব্ধ অর্জিত জ্ঞান দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বিশ্বায়ন ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে উদ্ভাবনের জন্য কাজ করতে, গবেষণার পরিসর বাড়াতে এবং গবেষণায় অর্জিত জ্ঞান দেশ ও জনগণের কল্যাণে প্রয়োগ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।'

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ এক বার্তায় অধ্যাপক ইউনূস এ কথা বলেন। আগামীকাল দিনটি উদ্‌?যাপন করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সততা ও নৈতিকতা সমুন্নত রেখে অর্জিত জ্ঞানের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে। তিনি বলেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতেও ▶▶ এরপর পৃষ্ঠা ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে

শেষ পাতার পর

বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে প্রত্যাশিত অবদান রাখবে।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ড. ইউনূস বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল সদস্যড়শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, 'প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার প্রসারে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই হয়েছে, যার ধারাবাহিকতায় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং জুলাই অভ্যুত্থানসহ বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত।' তিনি আরও বলেন, 'গত ফ্যাসিবাদী শাসনের অন্যায় ও নিপীড়নের শৃঙ্খল ভেঙে এখন আমরা বৈষম্যহীন 'নতুন বাংলাদেশ' গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি।' দেশকে নতুনভাবে পুনর্গঠনের জন্য গভীর দেশপ্রেম, মানবিকতা ও উদার মানসিকতা সম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন অধ্যাপক ইউনূস। তিনি বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আগামী প্রজন্মকে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে আরও সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।' অধ্যাপক ইউনূস বলেন, এই প্রেক্ষাপটে আমি মনে করি, এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের প্রতিপাদ্যড়'বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'ড়একটি সময়োপযোগী চিন্তা। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করেন তিনি